



47357 - ইহরাম ছাড়া মীকাত অতকিরম করার হুকুম

প্রশ্ন

প্রশ্ন: ইহরাম ছাড়া মীকাত অতকিরম করার হুকুম

প্রিয় উত্তর

আলহামদু ললিলাহ।

আলহামদুললিলাহ।

মীকাত থেকে ইহরাম বাঁধা হজ্ব ও উমরার ওয়াজবি। অতএব যবে ব্যক্তি হজ্ব বা উমরা করতে চায় সবে ব্যক্তি স্থল, জল বা আকাশ যবে পথে আগমন করুক না কেনে তার জন্য ইহরাম ব্যতীত মীকাত অতকিরম করা জায়যে নহে।

শাইখ উছাইমীনকে ইহরাম ব্যতীত মীকাত অতকিরম করার হুকুম সম্পর্কে জিজ্ঞাসে করা হলে তিনি বলেন: যবে ব্যক্তি ইহরাম ব্যতীত মীকাত অতকিরম করেছে তার দুইটি অবস্থা হতে পারে। এক. সবে ব্যক্তি হজ্ব বা উমরা পালনচ্ছে ব্যক্তি হব; সক্ষেত্রে মীকাত ফরীে যাওয়া তার উপর আবশ্যিক। কারণ সতে হজ্ব বা উমরা করতে চাচ্ছে। যদি সবে মীকাত ফরীে না যায় তাহলে সবে একটি ওয়াজবি বর্জন করল। আলমেদরে মতে তাকে ফদিয়া দিতে হব। তথা মক্কাতে একটি পশু যবহে করে সখেণকার ফকীরদরে মাঝে বণ্টন করে দিতে হব। আর যবে ব্যক্তি ইহরাম ব্যতীত মীকাত অতকিরম করেছে কনিতু সবে হজ্ব বা উমরা পালনচ্ছে নয় তার উপর কোনে কিছু ওয়াজবি হব না। তার অবস্থানের সময় দীর্ঘ হোক অথবা সংক্ষিপ্ত হোক। যদি আমরা তার উপর মীকাত থেকে ইহরাম বাঁধা আবশ্যিক করি তাহলে তে হজ্ব বা উমরা তার উপর একাধিকবার আদায় করা ফরজ হয়। অথচ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে সাব্যস্ত হয়েছে- হজ্ব জীবনে একবারে বশেী ফরজ নয়। একবারে বশেী যবে আদায় করবে সটে নফল। যবে ব্যক্তি ইহরাম ব্যতীত মীকাত অতকিরম করেছে তার ব্যাপারে আলমেদরে মতামতেরে মধ্যে এই মতটি সবচেয়ে অগ্রগণ্য। অর্থাৎ যদি হজ্ব বা উমরা পালনচ্ছে না হয় তাহলে তার উপর কোনে কিছু আবশ্যিক হব না এবং তাকে মীকাত হতে ইহরাম বাঁধতে হব না।” [ফকিহুল ইবাদাত; পৃষ্ঠা-২৮৩ ও ফাতাওয়া আরকানুল ইসলাম; পৃষ্ঠা- ৫১৩] এই আলোচনার ভিত্তিতে বলা যায় বমিন থেকে অবতরণ করার পর মীকাত ফরীে যাওয়া আপনার উপর ওয়াজবি। যদি আপনি মীকাত ফরীে না যান এবং মীকাত অতকিরম করার পর ইহরাম বঁধে থাকেন তাহলে আলমেদরে অগ্রগণ্য মত হলো- একটি ছাগল যবহে করে মক্কার ফকীরদরে মাঝে বণ্টন করে দয়ো। আল্লাহই ভাল জানেন।